খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং *S/73377 under WB Act XXVI of 1961*

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি দীপাঞ্জন বসু '৬৪
সাধারণ সম্পাদক রজত ঘোষ '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

• Vol 05 • Issue 15 • 15 March-April 2017 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয়

সময়টা বসন্তকাল যদিও আমরা শহরে বাস করি তবু শিমুল পলাশ গাছ দুচারটি যা আছে তাই আমাদের মন ভরিয়ে দেয়। চৈত্রের বহ্নিমান চিতা, তারই মধ্যে বসন্তবাউরি পাখির দেখা মেলে। কোকিলের কুহুতানও অনেক সময় মন ভরিয়ে তোলে।

আমাদের মনে পড়ে বসন্তকাল এলেই সেই স্নেহময় প্রবীণ কবির কথা। যিনি এই শহরে বসেই উচ্চারণ করেছিলেন 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'। বাংলা নববর্ষও সমাগত। বর্ষবরণের প্রস্তুতিও চলছে। আপনাদের হাতে যখন খেয়া গিয়ে পৌঁছুবে তখন অবশ্যই হয়ে যাবে ১৪২৪ বাংলা সন।

আমরা যেন পুরাতন বৎসরের সমস্ত অপূর্ণতা, বিভেদ, বিতর্ক ভুলে প্রবীণ ও নবীন প্রাক্তনীরা মিলে অ্যাসোসিয়েশনকে সুন্দর ও সার্থক করে গড়ে তুলতে পারি, সেই হোক এবারের নববর্ষে আমাদের প্রার্থনা।

পরিশেষে, অনিবার্যকারণবশত গত খেয়া সংখ্যা প্রকাশে ছেদ ঘটায় আমরা প্রাক্তনীদের কাছে আন্তরিক ভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

শুভ নববর্ষ ১৪২৪

জগদ্বান্ধব,

চিরন্তন ধারায় বছর শেষ হয়, আসে নতুন বছর - সঙ্গে আসে নতুনের বার্তা, মুক্ত প্রাণের নির্যাস। মনের গভীরের সব মালিন্য নতুনের ঝর্ণাধারায় নির্মল হয়ে উঠুক,ভরে উঠুক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে 'জগদ্বান্ধব পরিবার'।

আর নববর্ষকে ঘিরে অ্যালমনির অনুষ্ঠান 'নববর্ষের আসর' অ্যালমনির রীতির অনুসারী হয়ে মাসের শেষ রবিবার অর্থাৎ ৩০ এপ্রিল '১৭, সন্ধ্যা ৬.৩০ মি. স্কুল প্রাঙ্গণেই গল্পে গানে আর আড্ডায় ভরে উঠবে সেদিনের সন্ধ্যা।

সকল প্রাক্তনীকে সপরিবার স্বাগত।

সম্পাদক

পুনর্মিলন

১৮, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সালের পুনর্মিলন উৎসব হয়ে গেল। প্রথম দিন অর্থাৎ ১৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় অবন মহলে ছিল সঙ্গীত সন্ধ্যা।

এই সঙ্গীত সন্ধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন সায়নি পালিত। সায়নি ২০১১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগীত প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। ২০১৩ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত নিয়ে গবেষণারতা। পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর কাছে ২০ বছর সংগীত শিক্ষা করেছেন। পরবর্তী সময়ে পদ্মভূষণ গিরিজা দেবীরও তিনি প্রিয় ছাত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র উচ্চাঙ্গ সংগীতের পরিমণ্ডলেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। সঙ্গীতের নানাবিধ ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছেন।

এইদিন সন্ধ্যায় নানান ধরনের সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তিনি উপস্থিত প্রাক্তনী ও অতিথিদের মন ভরিয়ে দিয়েছিলেন। সকলেই এই শিল্পীর গান শুনে তৃপ্ত হয়েছেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয়ে কোনো পরীক্ষা থাকায় পুনর্মিলন উৎসব শুরু হয় বেলা ১টায়।

প্রাক্তনীরা যারা উপস্থিত হতে পেরেছিলেন তারা নিজেদের সহপাঠীদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা মারেন, কয়েকজন সস্ত্রীকও এসেছিলেন।

মাছ, মাংস, আইসক্রিম, মিষ্টি দিয়ে জমিয়ে মধ্যাহ্নভোজনের পর এদিনের আড্ডা শেষ হয়।

এই সংখ্যাটি শ্রী পীযূষ কান্তি ঘোষ ১৯৮৭-এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা

গত ১৯ মার্চ সন্ধ্যায়, বালিগঞ্জ ইনসটিটিউট সভাগৃহে 'জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন' তৃতীয় বর্ষ উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানের সূচনায় বক্তব্য বলেন প্রয়াত উপেন্দ্রনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রী সরোজ দত্ত। বিদ্যালয়ের উন্নতিতে তিনি তাঁর পিতার নিরলস প্রয়াসের বিষয় উল্লেখ করেন। উপেন্দ্রনাথ দত্তকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একবার তদানীন্তন রাজ্যপাল ধর্মবীরকে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার কাজে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন।যেহেতু তিনি স্কুলে ইংরেজি ও ইতিহাস পড়াতেন সেই হেতু প্রথমটায় এই প্রস্তাবে রাজি হতে চাননি, পরে পুত্র ও সরকারের বিশেষ অনুরোধে তিনি রাজি হন। শ্রী সরোজ দত্ত তাঁর বক্তব্যে এই বিষয়টির উল্লেখ করেন।

অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রী রজত ঘোষ, জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনকে সব দিক থেকে আধুনিক ও উন্নতমানের করে গড়ে তুলতে উপেন্দ্রনাথ দত্তের অবিস্মরণীয়। সক্রিয় উদ্যোগের সপ্রশংস উল্লেখ করেন।

অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রী স্বপন রায়চৌধুরী বিদ্যালয়ের কমার্স ব্লক, সায়েন্স ব্লক, টেকনিক্যাল ব্লক গঠন, বিদ্যালয়ের লোগো 'আত্মানং বৃদ্ধি', পোশাক - খাকি প্যান্ট, সাদা শার্ট চালু, বিদ্যালয়ের মুখপত্র 'সঞ্চারী' চালু করা, কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় ক্লাস গ্রন্থাগার চালু করার ক্ষেত্রে সবিশেষ উদ্যোগের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উপেন্দ্রনাথ, শুধু দক্ষ প্রশাসক ছিলেন না। তিনি ছিলেন ছাত্রদরদী এক শিক্ষক মশায়। ছাত্ররা কোনো দোষ করলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক পথে নিয়ে আসতেন। অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন ফলে তাঁর পক্ষে কাজ করা খুবই সুবিধাজনক ছিল। যেসব ছেলেরা খেলাধুলা করতো তাদেরও তিনি উৎসাহিত করতেন। একবার স্পোর্টস কোঠায় চাকরির জন্য শ্রীরায় চৌধুরীর প্রধান শিক্ষকের একটি সার্টিফিকেটের খুবই প্রয়োজন ছিল।

উপেন্দ্রনাথ তাকে সেই সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলেন। শ্রীরায়চৌধুরী বলেন, এই সার্টিফিকেট তিনি এখনও সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন।

তৃতীয় উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতায় এবারের বক্তা ছিলেন, মাধ্যমিক পর্ষদের প্রাক্তন সভানেত্রী শ্রীমতী চৈতালী দত্ত। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেরও তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন।

এবারের বক্তৃতার বিষয় ছিল বর্তমান পাঠ্যক্রমে গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

শ্রীমতী দত্তের পরিচিত তুলে ধরেন প্রাক্তনী শ্রীসন্দীপ চট্টোপাধ্যায়। তাকে অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বরণ করে নেন ৬৬ সালের প্রাক্তনী শ্রী শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

শ্রীমতী দত্ত তাঁর বক্তৃতায় বলেন, অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের কাছে চট-জলদি ফলাফল চান, তাদের কতটা পূর্ণাঙ্গ হল সে বিষয়ে তারা ততটা উৎসাহী নন। এখন এক একজন বিদ্যার্থীর জন্য ছ'সাত জন গৃহশিক্ষক থাকেন তাই নিজের মতো করে বিভিন্ন বই পড়া, চিন্তা করার কোনো অবকাশই তারা পায়না। অভিভাবকের কাছে থেকে, না বিদ্যালয় থেকে তারা গ্রন্থাগারের ব্যবহারের কোনো উৎসাহই পায়না। শুধুমাত্র সাজেশন পড়ে ৮০, ৯০ শতাংশ মার্কস পাওয়া যায়। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে ৫০ শতাংশ অবজেকটিভ প্রশ্ন। শুধুমাত্র টিক দিয়ে যথার্থ উত্তর না জেনেও এতে অনেকেই সফল হাতে পারে। এই পদ্ধতিতে কোনো বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়।

স্মারক বক্তৃতার শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে একটি অন্তরঙ্গ প্রাণবন্ত পরিবেশের সূচনা হয়। শ্রীমতী দত্ত প্রশ্নকর্তাদের প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে দেবার চেষ্টা করেন।

সুকমল ঘোষ ('৬৯)

খেয়া পত্রিকার জন্য লেখা

প্রাক্তনীদের কাছ থেকে 'খেয়া' পত্রিকার জন্য বিদ্যালয় কেন্দ্রিক অথবা অন্য কোনো সৃজনমূলক বিষয়ে রচনা আ হ্বান করা হচ্ছে। স্কুল আমাদের সকলের কাছেই ফেলে আসা দিনের উজ্জ্বল স্মৃতি, সেই স্মৃতির ভাণ্ডারে টান পড়লেই দেখবেন এক ফল্গুধারার মত উৎসারিত হতে থাকবে আপনার ধূলিধূসরিত অথচ সুন্দর স্মৃতিকথা। শুধু স্মৃতি মেদুরতাই নয়, আপনার নিজস্ব বিষয়ে যা আপনার কর্মপরিধিকে বিস্তৃত করেছে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে, সেই প্রসঙ্গে কোন লেখা আমাদের সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইলে বা পারলে আপনি এবং আমরা উভয়েই আনন্দিত হব। তাই কালক্ষেপ না করে খাতা-কলম নিয়ে বসে পড়তে পারেন টেবিলে কিংবা ল্যাপটপে।

আপনার মৌলিক লেখাটি বাংলা ওয়ার্ড-এ বা হাতে লিখে স্ক্যান বা PDF করেও E-mail করতে পারেন।

সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় ('৮৫)-এর দুটি কবিতা

মৌ ন তা ও ক থা

কথার পিঠে অনেক কথা হল
চলল অনেক শব্দজব্দ খেলা।
বাইরে বওয়া শেষ বরষার হাওয়া
উপেক্ষিত মধুর অনেক বেলা।

আবার কখন শব্দহারা হয়ে
ভেবেছি বসে কী কথা বলা সাজে -
নীরবতা গোপন কান্না হয়ে
মৌনতা, শুধু মৌনতা বুকে বাজে।

কোন্‌টা ভালো -
মৌনতা না কথা?
কোন্‌টা ভালো -
পাহাড় না কি নদী?
কোন্‌টা সুখের -
পরাভব না জেতা?
কোন্‌টা উচিত -
মগজ
না কি
হৃদয় দিয়ে শেখা?

প রি চি ত ছা য়া

চিনতে অসুবিধা হয়
মাঝে মাঝে চেনা লোকেদেরই।
অথচ তাদের ছায়াকে বিলক্ষণ চিনি।
পরিপূর্ণ কাঠামো নিয়ে আলোয় খাটো
আর আলোর দূরত্বে প্রশস্ত।
কিন্তু চেনা সে ছায়া মগজ-বর্জিত।
পেশি হাড়ের গঠন আর
চুলের সজ্জার ঢঙে চিহ্নিত মানবক।

অনেক দূরে শোনা যায় পুরোনো চেনা সুর।
সেসব সুরে ছেলেবেলার আমকাঁঠালের বন,
সবুজ মাঠ আর শ্রেণিকক্ষের আদল।

ছায়া দীর্ঘতর হয। হৃদয় হয় না।
ছায়াতে হৃদয়ের ছায়াও পড়ে না।

তোমার অপরিচিত রূপে ছায়াটাই
আমার অনেকদিনের পরিচিত।

ক্রিকেটার সুব্রত গুহ

স্বপন রায়চৌধুরী, ১৯৫৯

জগদ্বন্ধু ইন্সটিটিউশন - যাকে নিয়ে এই বিদ্যালয়ের ক্রিকেটের অহঙ্কার - সেই সুব্রত গুহ'র খেলোয়াড়ী জীবনের তথ্য সন্ধ্যানের আশায় দিকে দিকে চেষ্টা চালাচ্ছিলাম - পরিশেষে এই বিদ্যালয়েরই আর একজন ক্রিকেটার কানু সরকারের শরণাপন্ন হই। শৈশবের সুব্রত গুহ আমার নিজের চোখে দেখা। সাউথ সিটি কলেজের পিছনের বাড়ি বা ১২নং কাঁকুলিয়া রোডে তার নিজেদের বাড়ির কথা আমার মনে আছে। দাদা বাদল গুহও ছিলেন একজন খ্যাতনামা ক্রিকেটার। Sporting Union Club-এ ক্রিকেট খেলতেন। সিটি কলেজের সামনের রাস্তায় আমি সুব্রতকে খেলতে দেখতাম। ক্যাম্বিস ক্রিকেটের একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড়। ক্যাম্বিস ক্রিকেটেই তার মনের speed ও length লক্ষ্য করতাম। সকলেই একবাক্যে বলতেন, সুব্রত নিশ্চয়ই আগামী দিনে একজন বড় ক্রিকেটার হবে। ১৯৬৫ সাল — তার বিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরোনোর বছর। দাদা বদল গুহই সুব্রতকে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবে প্রথম ক্রিকেট খেলতে নিয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে দীর্ঘদিন মোহনবাগানের খেলোয়াড়। পেস বোলাররূপে সুব্রত গুহর আবির্ভাব। সমসাময়িক যে সব বিখ্যাত খেলোয়াড়েরা কলকাতা তথা ভারতীয় ক্রিকেটকে সমৃহ করেছেন। যেমন উইকেটকিপার জিজিরা, দিপীল দোসী, পঙ্কজ রায়, বেণু গোস্বামী প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্পোর্টি ও মোহনবাগানে খেলাকালীন তিনি বহুবার এই দুটি টিমকে লীগ চ্যাম্পিয়ন ও নক আউট টুর্ণামেন্টে জয়লাভে সহায়তা করেছেন। পূর্বাঞ্চল জাতীয় ক্রিকেট টিম ও বাংলা দলে তার যেটা উল্লেখযোগ্য। তিনি Rest of India ও ইরানী ট্রফিতে সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় ক্রিকেট টিমে দুটো Test খেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন দুটোই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। একটি বম্বে ও অপরটি কলকাতায়। তিনি বম্বেতে বিগ কেরীরর উইকেট নিয়েছিলেন। তিনি State Bank of Indiaতে চাকরী করতেন। বম্বে বদলী হবার পর এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। হঠাৎ সংবাদপত্রে তার মৃত্যু সংবাদ আমাদের দুঃখ ভারাক্রান্ত করে। সুব্রত গুহ চলে যায় অল্প বয়সে। তাঁর খেলোয়াড়ী জীবনের স্মৃতি আমাদের শোকার্ত করে। ভবিষ্যতে সুব্রত গুহকে নিয়ে আরও কিছু তথ্য নিয়ে লেখার ইচ্ছা রইলো।

মহাকাব্যের আকর হতে

মহাকাব্যে মামা-ভাগ্নে

(পূর্ব প্রকাশিতের পরবর্তী)

কৃপ-কৃপীর যমজ জন্ম ঘাসের ডগায় শরদ্বাণের স্খলিত রেতঃ-এর দ্বিধাবিভক্তিতে উৎপন্ন — এমন একটা আজগুবি গল্প বানাতে হচ্ছে। যাই হোক, এক্ষেত্রে নজর করার মতো বিষয় হলো, দুই মহর্ষিরই সংযম কোথাও বীরত্ব চর্চা করতে করতে ক্ষত্রিয়ের মতো ছটফটে হয়ে উঠছে। আমরা অনেকেই জানি, পেশাদারি হিংসাচর্চা করতে হলে স্নায়ুকে শান্ত রাখতে হয়; এই জন্য খিদে-তেষ্টা ভ্রূণোদ্গমের মতো জৈবিক চাহিদায় সৈন্যদের সবসময়ই well-satisfied রাখতে হয়। সেইজন্যই প্রথম বিশ্বযুদ্ধচলাকালীন 'pornography' সিনেমাতে সৈন্যশিবিরে popular করে তোলে ইউরোপের বহুদেশ।

এই ক্ষাত্র চরিত্র কৃপ কিম্বা দ্রোণের generation-এ এসে আরো একধাপ এগোলো। কৃপ ও দ্রোণ আজীবন ব্রাহ্মণবৃত্তি ছেড়ে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনের পরামর্শদাতার কাজ করে গেলেন। এবং প্রথমে কুরু বালকদের অস্ত্রগুরু এবং পরবর্তীকালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দু'জনেই কৌরব পক্ষে দাপটের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। ব্রাহ্মণের এই ক্ষাত্র-রূপান্তর সত্যিই চোখে পড়ার মতো।

কৃপ সম্ভবত অকৃতদার ছিলেন। তাঁর পত্নীর কথা মহাভারত থেকে জানা যায় না। তবে তাঁর এই অকৃতদারত্বটা ভীষ্মের তুলনায় নেহাতই মামুলি। কারণ তিনি চরিত্রে যতই ক্ষত্রিয় হন না কেন, রক্তবীজে তো ব্রাহ্মণই ছিলেন শেষপর্যন্ত; তাই তাঁর বিয়ে না করাটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা নয়।

মহাভারতের একটি শ্লোকে 'চিরজীবী' বলতে বলা হয়েছে —

'চিরজীবী' অর্থে মহাকাব্যের বিশাল arena-য় যাঁদের কখনো মৃত্যু হয়নি। সেই তালিকায় আমরা মামা-ভাগ্নে কৃপ ও অশ্বত্থামার নাম দেখতে পাই একত্রে। ব্রাহ্মণের যে ক্ষাত্রধারাটা আমরা শরদ্বাণ-ভারদ্বাজের হাতে শুরু হতে দেখছিলাম, সেটা যেন এসে পূর্ণতা পেল এই কৃপ-অশ্বত্থামা pair-টা মানব সংসারে একা বন্ধনহীন মানুষদের বেঁটে থাকাটা কষ্টকর হলেও অনেকক্ষেত্রেই সুদীর্ঘ হয়; তাই সম্ভবত ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুর পথে এত অতিবার্ধক্য ও শরসজ্জার মতো রূপকের ব্যবহার প্রয়োজন হল। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেখানে পতন আর মৃত্যুটাই একএকটা মহা-ঘটনা হয়ে উঠেছে, সেইখানে অতবড়ো যুদ্ধে একেবারে অক্ষত থেকে গেলেন এই মামা এবং ভাগ্নে। এই জায়গায় পৌঁছে কী প্রতিপাদ্য হয়? — এঁরা কী তবে সেই ব্রাহ্মণের ক্ষাত্র evolution-এর সর্বোচ্চধারা, যেখানে দুই ব্রাহ্মণ সন্তান অস্ত্র কৌশলের এমন উচ্চতম মার্গে পৌঁছে গেছেন যে, মার-কাটারি যুদ্ধের শেষেও তাঁরা অপরাজেয় থেকে যান! কিন্তু এই অপরাজেয় রক্তস্নাত দুই মামা-ভাগ্নেকে যুদ্ধের আঠারোতম দিনের শেষরাত্রে আরো এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থানে নতুন করে আবিষ্কার করা যায়।

লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, কৃপ ও অশ্বত্থামা দুজনেই কৌরব পক্ষের প্রতিনিধি ছিলেন, যে পক্ষের officially পরাজয় ঘটছে যুদ্ধে। মহাভারতের কথা ছেড়ে যদি এখন সাধারণ মানবিক যুদ্ধের পরিণাম চিন্তা করা হয়, তাহলে পরাজিত পক্ষের এমন by-chance বেঁচে যাওয়া গুটিকতক সৈন্যরা এরপর কী করবে? যদি তাদের হাতে এমনও কিছু গোলা-বারুদ বেঁচে থাকে, তাহলে সেগুলো দিয়ে শেষ শক্তি প্রয়োগ করে escape-route বের করবে এবং যতদূর নিরাপদে পালানো যায়, পালাবে। কিন্তু এটাও পাশাপাশি আনতে হবে। পরাজিত ও পর্যুদস্ত বাহিনীর এই গুটি কয়েক সৈন্যই আসলে ডারউইনের থিওরি অনুসারে 'servival of the fittest'. কৃপ অশ্বত্থামার pair ও যেন এখানে অনেকটা সেইরকম। প্রবল পরাক্রমীদের বধ্যভূমিতে তাঁরাই একমাত্র সসম্মানে বেঁচে যাওয়া প্রাণ! সুতরাং নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি একটা antagonistic confidence-ও তাঁদের মধ্যে একসঙ্গে যুগপৎ কাজ করেছে। তাই না অষ্টাদশদিবসেব যুদ্ধরাত্রিতে অশ্বত্থামা যখন পাণ্ডবদের ঘুমন্ত শিবিকায় ঢুকে নির্বিচারে slattering চালাচ্ছেন তখন শিবিকার দরজায় পাহারা দিচ্ছেন মুক্ত অসি হস্তে মামা কৃপাচার্য। সঙ্গে অবশ্য আরেক যাদববংশীয় কৌরবপক্ষের লড়াকু কৃতবর্মা ছিলেন, কিন্তু তাঁর উপস্থিতিটা নেহাতই একটা দুর্বল ট্রাটো ফরমেশনের চেষ্টামাত্র। এই মাঝরাত্রির হত্যালীলায় অশ্বত্থামার স্ট্রং এবং কৃপাচার্যের পরোক্ষ হলেও ইন্টারেস্ট ছিল; কিন্তু কৃতবর্মা এখানে নেহাতই একজন পার্শ্বচরিত্র। (ক্রমশ)

অঙ্কন মিত্র (২০০২) e-mail : ekomitter@gmail.com

facebook -এ status- দেওয়া বা
twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু
ছাপাখানার বিকল্প কী ?
প্রিন্ট গ্যালারি
১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,
ফোন ঃ ৮৯৮১৭৫২১০০

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.